অধিকার বঞ্চিত দলিত জনগণ এবং স্থায়ীত্বশীল জীবন-জীবিকা

DALIT দলিত 1998 Dalit

actionaid

অধিকার বঞ্চিত দলিত জনগন এবং স্থায়ীত্বশীল জীবন-জীবিকা

সম্পাদনা

স্বপন কুমার দাস
নির্বাহী পরিচালক
দলিত

প্রকাশক

দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩
তার বার্তাঃ +৮৮০৪১-৭৭৫০১৮
ই-মেইলঃ dalitkhulna@gmail.com
ওয়েবঃ www.dalitbd.org

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০২১

প্রকল্প সময়কাল

জানুয়ারী ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ

মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক
দিপু ফোলিয়া, স্পন্সরশীপ অফিসার
দুলাল কুমার দাস, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার
প্রতাপ কুমার দাস, হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও
মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সহায়কগণ।

সার্বিক সহযোগিতায়

মহিদুর রহমান
ম্যানেজার (এমআইএস)
দলিত

আমাদের কথা

দলিতদের অধিকারের আন্দোলনের পথিকৃত এবং ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ডক্টর বাবা সাহেব আমবেদকরের জীবনী পড়ে অনুপ্রাণিত দলিত সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যাক তরুন স্বপ্নদ্রষ্টার কর্মনিষ্ঠার প্রতিফলন আজকের এই "দলিত" প্রতিষ্ঠানটি। দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংস্থাটির নাম "দলিত"। বাংলা শব্দ 'দলিত' এর অর্থ অস্পৃশ্য , নিপীড়িত, শোষিত, ঘৃণিত এবং বঞ্চিত। আমাদের দেশে দলিত'রা রিশি, মেথর, ডোম, বেহারা, কাওরা, হাজাম, নিকারী, যাযাবর, বাঁজাদার, ধোপা, মুচি, জেলে, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী- পেশার সাথে জড়িত বা নামে পরিচিত। দলিত সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৯ সালে এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০১০ সালে নিবন্ধন অর্জন করে যার নিবন্ধন নম্বর যথাক্রমে ১৩৭৪ ও খুলনা/১৩৮৯/১০। সংস্থার উদ্দেশ্য হল দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি, মৌলিক মানবাধিকার প্রাপ্তি ত্বরান্বিতকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিরাপদ পানি ও পয়নিস্কাশন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধন। দলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির পরিবারের শিশু সহ অন্যান্য সদস্যদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে আসছে, এরই ধারাবাহিকতায় 'দলিত' সংস্থা 'প্রোমোটিং রাইটস্ এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি অব দ্য সোস্যালি এক্সক্লুডেড কমিউনিটিস' প্রকল্পটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছিল। আমাদের এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য আমি একশনএইড বাংলাদেশ' এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ২০১১ সালের জুন মাস থেকে একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় দলিত সংস্থা এল.আর.পি-৪২ এর আওতায় কেশবপুর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে ১৬ টি গ্রামের দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। একশনএইড ও দলিত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন করা এবং এটা বাস্তবায়ন করতে পারলেই দলিত সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক/ ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক/ বর্ণ বৈষম্য প্রথা হ্রাস হবে। এই প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সরকারী সেবা সম্পর্কে কমিউনিটি অবহিত হচ্ছে ও কমিউনিটির প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে দলিত কমিউনিটি সচেতন হচ্ছে। দলিত জনগোষ্ঠির বিকল্প/ স্থায়িত্বশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে দলিত শিশুরা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে দলিত কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে তারা অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে। দলিত কমিউনিটির জন্য ইউপি থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বার্ষিক ইউপি বাজেটে সুযোগ সুবিধা অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে। দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও খাদ্য নিরাপত্তা সহায়তা পেয়েছে। রিফ্লেকশন এ্যাকশন সার্কেল এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হচ্ছে। তাই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনায় এনে অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে দলিত এবং প্রান্তিক জনগণের ভাগ্য ফেরাতে।

স্বপন কুমার দাস
নির্বাহী পরিচালক,
দলিত

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

"দলিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ীত্বশীল জীবন জীবিকা নিশ্চিত করা"

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- *উদ্দেশ্য-১:* দলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
- *উদ্দেশ্য-২:* দলিত জনগোষ্ঠির স্থায়ীত্বশীল জীবন জীবিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- *উদ্দেশ্য-৩:* স্থানীয় পর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সেবা নিশ্চিত করা;
- *উদ্দেশ্য-৪:* দলিত নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম
যশোর	কেশবপুর	সাতবাড়িয়া	জাহানপুর,সাতবাড়িয়া, কোমরপোল
		বিদ্যানন্দকাঠি	কালিয়ারই, বাউশোলা, পরচক্রা
১ টি	১ টি	হাসানপুর	বুড়িরহাটি, টিটা মোমিনপুর
		সাগড়দাঁড়ি	সাগড়দাঁড়ি, কোমরপুর, শেখপুরা, চিংড়া, ধর্মপুর, বাঁশবাড়িয়া, মেহেরপুর, গোপসেনা

৪ ইউনিয়নে মোট ১ লোককেন্দ্র, ১৩ টি রিফ্লেক্ট সার্কেল, ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে মোট ৬৩৫ জন স্পন্সর শিশু, ১০ টি চাইল্ড ফোরাম, ১ টি কমিউনিটি জার্নালিষ্ট গ্রুপ এবং ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে সর্বমোট ১,৬৫০ জন সদস্য নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ১,৬৫০ জন এবং পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০ জন।

প্রকল্পের অর্জনসমূহ- ২০১১ হতে ২০২১ঃ

ক্রমিক নং	অর্জনসমূহ	সংখ্যা
১	সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ১৩ টি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন	২৬৮ জন
২	শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান	১০৬৫ জন শিশু
৩	স্পন্সর শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান	২৩৯ জন
৪	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুর সংখ্যা	১৪৬৮ জন
৫	চিত্রাঙ্কণের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	৭২ জন
৬	উপজেলা পর্যায় থেকে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	২৮ জন
৭	সাংবাদিকতার উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত শিশুর সংখ্যা	২ জন
৮	সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি (ভিজিএফ, ভিজিডি, কর্মসৃজন, কারিটা, কাবিখা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ইত্যাদি)	৫৩০৮ জন
৯	উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জলবায়ু সহনশীল স্থায়ীত্বশীল কৃষির জন্য ধান, সূর্যমুখী, সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন ও বীজ সহায়তা গ্রহন	১০৮২ জন
১০	সার্কেল সদস্য কর্তৃক জমি বন্ধক	৫১ বিঘা
১১	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (ধান, সবজি)	২৯ টি
১২	কমিউনিটি পর্যায়ে বীজ ব্যাংক স্থাপন	৩ টি
১৩	কমিউনিটি পর্যায়ে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন	১০ টি
১৪	কমিউনিটি পর্যায়ে নার্সারী প্লান্ট স্থাপন	২ টি
১৫	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ১৩ টি সার্কেলে তহবিল গঠন	১,৩৬২,৫৩৮ টাকা
১৬	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপর ১৩ টি সার্কেলে দুর্যোগ তহবিল গঠন	৯২,৫১২ টাকা
১৭	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহন	১০২৯ জন

১৮	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভূক্তিকরণ	৮ জন
১৯	ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যদের দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির সচেতন করা	১০০ জন
২০	সরকারী বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে সাংবাদিক সম্মেলন	১১ বার
২১	সরকারী বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান	১২ বার
২২	সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদানের ফলে নির্মাণ/সংস্কার	৪ টি
২৩	স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা সংস্কার	১ কিঃমিঃ
২৪	বাল্য বিবাহ রোধ	১০৬ টি
২৫	নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে ক্যাম্পেইন	১২ টি
২৬	জনগণের অংশগ্রহনে ইউপি কর্তৃক প্রথম উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা	৪ বার
২৭	কমিউনিটি পর্যায়ে নেতৃত্বদানে সক্ষম নারীর সংখ্যা	১৪২ জন
২৮	প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা	৬৩ জন।
২৯	শিশুর স্কুলে ১০ টি অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা	১০ টি স্কুলে
৩০	নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব উন্নয়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ প্রদান	২২৮ জন।

প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- এলাকায় কর্মসংস্থানের অভাব।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি।
- স্পন্সর শিশুর পরিবার স্থানান্তরিত হওয়া।
- ত্রাণ নির্ভরশীলতার মনোভাব।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।
- দলিত কমিউনিটির প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা সমূহ।

প্রকল্পের শিখনসমূহঃ

- আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে সফলতা নিশ্চিত।
- সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সফলতার পূর্বশর্ত।
- একজন উন্নয়নকর্মী নিজেই শিখনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।
- নতুন ধরনের সমস্যাসমূহ সমাধানার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য সর্ম্পকে পূর্ব-অবগতি।
- পিআরআরপিতে প্রাপ্ত অংশগ্রহনকারীদের মতামত ও সমস্যার আলোকে কাজ করতে পারলে তাদের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও সমাজে অবহেলিত। সুবিধাবঞ্চিত এ সমস্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের মূল কাজ সমুহ নিম্নরূপ ঃ

- শিশুদের নিয়মিত স্কুলে যাতায়াতে উৎসাহ সৃষ্টি করা।
- জনসাধারণকে তাদের নিজ নিজ কাজে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা করা।
- এলাকার জনসাধারণকে তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের নীতি নির্ধারণী কমিটিতে নারীদের সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা।
- সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গ্রাম্য মাতবর এবং শিক্ষকদেরকে নারী অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করা।
- এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য জনগনকে সচেতন করা।
- সুস্থ জীবন, আর্সেনিক ঝুঁকি, বিশুদ্ধ পানি পান, পরিবেশ সংরক্ষণে স্যানিটারি ব্যবস্থার উন্নয়নে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- কোভিড-১৯ দুর্যোগে সচেতনতা তৈরি ও মানবিক সহায়তা করা।

সূচনা বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বলা হলেও বাস্তবে বর্তমান সামাজিক চিত্র দেখি ভিন্ন। দলিত সমাজের মানুষ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করতে পারে না। চায়ের দোকানে বৈষ্যমের শিকার হয়। তাদেরকে অস্পৃর্শ হিসেবে দেখা হয়। তাদের ছোঁয়া লাগলে সব কিছু অপবিত্র হয়ে যাবে। এই মন-মানসিকতা বর্তমান সমাজে বিরাজমান। উচ্চ হিন্দু বর্ণের লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে দলিত ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেয় না। দলিতদের বাড়িতে বিবাহ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া করে না এবং পূজার প্রসাদ খায় না। এমন কি দলিতদের পূজার সময় প্রতিমার কপালে সিঁদুর পরাতেও আসে না। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। দলিতদের পাশে বসলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা কমে যাবে, সমাজে এমন ধারনা এখনও প্রচলিত রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি, আইনশৃঙ্খলা কমিটি, হাট কমিটি, বাজার কমিটি, সালিশি কমিটি, মন্দির কমিটি সহ উন্নয়নমূলক কোনো কমিটিতে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের রাখা হয় না। অনেকে মনে করে দলিত শ্রেণীর মানুষ ঠিকমত কথা বলতে পারে না তাই এই কমিটিগুলোতে তাদের রাখা ঠিক হবে না। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের অঞ্চল ভেদে চায়ের দোকানে, হোটেলে ও রেস্তোরায় খেতে দেওয়া হয় না। স্কুল, কলেজ সহ সরকারি- বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিগৃহিত হতে দেখা যায় দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের। শিক্ষা ক্ষেত্রে দলিত শিশুরা ভর্তি থেকে শুরু করে ক্লাসে বসা ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের চিরাচরিত পেশা জুতা মেরামত, চামড়ার কাজ, বাশঁবেত, পরিচ্ছন্ন কর্মী, কৃষি শ্রমিক, ভ্যান শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই পেশা ভিত্তিক কাজ দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ আদিকাল থেকে বেঁচে থাকার লড়াই হিসেবে করছে। এই ভূখণ্ডে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের উপরে পেশা ভিত্তিক কাজের জন্য বিভিন্ন শোষক শ্রেণীর মানুষ শোষন করে আসছে। দলিত মানুষ হওয়ার কারণে তারা তাদের কর্মে সঠিক মজুরি পায় না। কখনো কখনো দলিত হিসেবে কাজ পায়না। দলিত নারী শ্রমিক হিসেবে অনেক সময় গালিগালাজ করে। যার কারণে অর্থনৈতিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ অনেক পিছিয়ে পড়ছে। রাজনৈতিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ নিগৃহিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে দলিত জনগোষ্ঠিকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে কোন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত দিতে পারেনা। দলিত মানুষদের সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। দলিতদের পাশে বসলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মর্যাদা কমে যাবে, সমাজে এমন ধারণা এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাই অবহেলিত দলিত জনগোষ্ঠির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে দেওয়া হয়না। নির্বাচনকালীন দলিত জনগোষ্ঠির মানুষষেরা জান মালের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। নির্বাচনে যে দল জিতুক না কেন, তারা বলে মুচিরা আমাকে ভোট দেয়নি। তারা ভোট দিলে আমি আরও অনেক ভোট পেতাম। আর যে দল হেরে যায় তারা বলে মুচিরা আমাকে ভোট দেয়নি, যার কারণে আমি হেরে গেছি। মোট কথা দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের কোনো ভাবেই রাজনৈতিক ভাবে সামনে যেতে দেওয়া হয় না। একটা ছোট উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো।" সংসদীয় আসন-৯০ এবং যশোর-৬ আসনের কেশবপুর উপনির্বাচনে মাননীয় সংসদ সদস্য আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত এমপি মহোদয়কে কেশবপুরের ১১টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন পরিষদে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি, ফুল কেনা ও লোক তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাউশলা ঋষি পাড়ার উত্তম দাস ও ভরত দাসকে। তাদের আয়োজনে সেদিন দলিত কমিউনিটির অনেক লোক তাদের ভোটে নবনির্বাচিত এমপি মহোদয়কে দেখা ও ফুলের শুভেচ্ছা জানাতে আসে। সেই মুহুর্তে ঘটে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। যারা স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ছিলো তারা সেদিন দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মহোদয়কে ফুলের মালা দিতে দেয়নি। তাদের রক্ত চক্ষু থামিয়ে দেয় উত্তম দাস ও ভরত দাসের মত হাজারও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের আনন্দ অনুভূতিকে।" রাজনৈতিক অধিকার না পাওয়া এমন শত শত গল্প আছে দলিতদের জীবনে।

দলিত কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কিছু সফলতার গল্প অত্র প্রকাশনায় তুলে ধরা হল:

মিনা দাসের নেতৃত্বে বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার দলিত জনগোষ্ঠির সাথে দলিত সংস্থা একশনএইড এর সহযোগীতায় বিগত নয় বছর ধরে কাজ করছে। এই কর্ম এলাকার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ঋষিপাড়ার প্রায় ৩৫ শিক্ষার্থী বালিয়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। সম্প্রতি দলিত সম্প্রদায়ের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগে উল্লেখ করেন যে দীর্ঘদিন ধরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের সাথে চরম অমর্যাদাকর ও অসম্মানজনক আচরণ করে আসছে। শিক্ষকরা দলিত শিক্ষার্থীদের বলেন "তোরা মুচির সন্তান তোদের লেখাপড়া করে কি হবে। তোরা এখনই কোন গ্যারেজে কাজ করগে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষি পল্লীর ৩০/৩৫ জন শিক্ষার্থীর সাথে প্রায়শই অমর্যাদা ও অবজ্ঞামুলক আচরণ করে থাকে। ঋষি পল্লীর শিক্ষার্থীদের দিয়ে "বাথরুম পরিস্কার করানো, মাঠের ময়লা পরিস্কার করানো, বিদ্যুৎ বিল দেওয়া, প্রধান শিক্ষকের সন্তানের প্রস্রাব করানো কাপড়-চোপড় ঋষি পল্লীর শিশুদেরকে দিয়ে ধোয়ানো ও নাড়তে বলে।" বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর একজন দলিত কমিউনিটির ছাত্র বাথরুমে যেতে চাইলে তাকে বাথরুম ব্যবহার করতে না দিয়ে তার উপর উল্টো স্কুলের শিক্ষক বকাবকি করে বলে, মুচির ছেলে মেয়েরা বাথরুম ব্যবহার করতে পারবে না। তোরা বাড়ি যেতে পারিস না। বাড়ি চলে যা। তখন সেই ছাত্র বাধ্য হয়ে বাড়ি চলে আসতে মাঝপথে জামা কাপড়ে পায়খানা করে দেয়। প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্র ১ম ও ২য় সাময়িক পরিক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেও মুচির ছেলে হওয়ার কারণে বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। অত্র স্কুলের ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে দেয়নি। শিক্ষার্থীদের দিয়ে মাদুর ধোয়ানো, বড় কলসিতে পানি আনানোর মত অমানবিক কাজও করায়। অত্র ক্লাসের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ফিরে তাদের প্রতি শিক্ষক দ্বারা চরম লাঞ্ছনার কথা কান্নাজড়িত কণ্ঠে অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরে। এখানেই শেষ নয় অত্র স্কুলের শিক্ষক ঋষি পাড়ার অভিভবকদের সাথেও খারাপ আচরণ করে। একশনএইড বাংলাদেশ দলিত কমিউনিটির ছেলেমেয়েদের সমন্বয়ে তৃণমূল সাংবাদিক দল গঠন করেছিল। আর এরই সদস্য তৃণমূল সাংবাদিক মিনা দাসের নেতৃত্বে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নুসরাত জাহান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঘটনার যথাযথা ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করেন। তৃণমূল সাংবাদিক দলের সদস্য মিনা দাসের বাড়ি ঐ পাড়াতে হওয়ায় সে বিষয়টির নজরদারি করে আসছিল, অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল যেদিন তারই পাড়ার সব শিশু একসাথে ফেল করে। এর সমুচিত জবাব দিতে সে ঐ পাড়ার সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে ও তৃণমূল সাংবাদিক দলের বেশ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে প্রথমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সেই প্রতিবাদের যথার্থতা অনুধাবন করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে উক্ত স্কুলের অভিযোগকৃত শিক্ষকদের তাৎক্ষণিক ও সাময়িক অপসারণ এবং হুশিয়ারী পত্র দেয়া হয়। এছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই ধরনের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আসলে তার সত্যতা পাওয়া গেলে

কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জেলা প্রশাসক জানান। এই প্রতিবাদ বিভিন্ন পত্রিকাতে ও সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। সেই থেকে শুধু ঐ গ্রামেই নয় সমগ্র উপজেলায় দলিত শিশুদের প্রতি কোনরকম নেতিবাচক বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না। খুদে সাংবাদিক দলের এই বৃহৎ সফলতা দলিতদের বঞ্চনার ইতিহাসে প্রাপ্তির খাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অঞ্জনা দাসের স্বপ্ন পূরণ

অঞ্জনা দাস যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নের শেখপুরা গ্রামের একজন অধিবাসী। তার বয়স ৩৭ বছর। তিনি বলেন আমার এলাকার দলিত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী বরাবরই বঞ্চিত, অবহেলিত ও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে থাকে। তাই তারা নিজেরাই তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য দলিত সংস্থার পরিচালনায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের শেখপুরা, বাঁশবাড়িয়া ও ধর্মপুর গ্রামে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করে। এই সব সার্কেল গঠন করার মাধ্যমে তিনি শেখপুরা গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন। যেখানে তিনি তার এলাকায় পিছিয়ে পড়া নারীদের অধিকার ও নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করেন। তিনি মনে করেন তার এলাকার কোন নারীকে যাতে নীচু বা অসম্মান না করা হয়। সেই লক্ষ্যে নিয়ে তিনি কাজ করেন। তিনি ও তার সার্কেলের সদস্যগণ দলিত এর সহযোগিতা নিয়ে ভাবতে থাকে যে কিভাবে তারা তাদের সমস্যার কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারবে। অঞ্জনা দাসের একটা লক্ষ্য ছিল, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে তিনি তার এলাকার পিছিয়ে পড়া দলিত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি ও তার এলাকার কমিউনিটির মানুষদের সাথে নিয়ে দলিতের সহযোগীতায় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে এবং এলাকার সমস্যার কথা মাথায় রেখে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করে। উক্ত স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে ১৮ মে ২০২১ সকাল ১০:০০ টায় সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে শেখপুরা, বাঁশবাড়িয়া ও ধর্মপুর গ্রামে রিফ্লেক্ট সার্কেল এর সদস্যরা একত্রিত হয়। এ দিন সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে দলিত এর প্রজেক্ট ম্যানেজার এর সভাপতিত্বে 'ইউনিয়ন পরিষদে একটি উন্মুক্ত বাজেট সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী মুস্তাফিজুল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেশবপুর নিউজ ক্লাবের সাংবাদিক এসআর সাইদ, সচিব অপূর্ব কুমার পাল, ইউপি সদস্য মনোয়ারা খাতুন, আব্দুল জালাল, কাজি মহব্বত আলী, দলিত স্টাফ এবং কমিউনিটি ও সার্কেল এর সদস্যগণ। উক্ত সভায় অঞ্জনা দাস তাদের কর্ম এলাকার বর্তমান সমস্যাসমূহ তথা মন্দির সংস্কার, শশ্মানের যাত্রী ছাউনি, রাস্তা সংস্কার ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন: বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে দলিত জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করা হয় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ইউপি সদস্য **মনোয়ারা খাতুন**ও দলিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার কথা চিন্তা করে চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে তাদের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দের দাবী জানান। প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান **কাজী মুস্তাফিজুল** দাবীগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা নেন। তিনি ইউপি থেকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানে অনিয়ম প্রতিরোধে প্রতিটি দলিত কমিউনিটি থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন যারা কমিউনিটিতে ইউপি থেকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাভোগী নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে এবং তিনি বার্ষিক চুড়ান্ত বাজেটে স্মারকলিপি ও দলিত সম্প্রদায়ের সমস্যা বিবেচনা রেখে বাজেট প্রণয়ন করেন। অত:পর সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ও দলিত সম্প্রদায়ের চাহিদা বিবেচনায় রেখে ঐ দিনই

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা করেন এবং তার এই ঘোষনার মধ্য দিয়ে ইউপি আর্থিক বাজেট ২০২১-২০২২ এ দলিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ৭০,০০০ টাকা অন্তর্ভূক্ত করেন এবং তা চুড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করেন। এবং সেই সাথে তিনি অঞ্জনা দাসের মতো সাহসী দলিত নারী নেতৃদের প্রশংসা করেন যারা দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নে নি:স্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অঞ্জনা দাসের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো তিনি দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ইউনিয়ন পরিষদে ঘোষনার মধ্য দিয়ে যেমন এলাকার দলিত জনগোষ্ঠী মানুষদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ হলো সেই সাথে সাথে এটা তার স্বপ্ন পূরণেও প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হলো।

রাস্তা মেরামতে শিশু ফোরামের সদস্যরা: উপকৃত এলাকাবাসী

যশোর জেলার কেশবপুরের ১১ নং হাসানপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বুড়িহাটী গ্রামে দাস পাড়া অবস্থিত। একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দলিত সংস্থা ২০১১ সাল থেকে এই গ্রামে শিশু ও নারীদের উন্নয়নে কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে ঋষি সম্প্রদায় অন্যতম। অত্র অঞ্চলে ঋষি সম্প্রদায় এর শিশু ও নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় দলিত মানুষগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্যান গাড়ি চালিয়ে এবং হাতের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই পাড়ায় প্রায় ৭০ টি পরিবারের বসবাস। লোকসংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৪৫০ জন। সম্প্রতি ২০১৫ সালে দলিত জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অত্র গ্রামে বুড়িহাটী রিফ্লেক্ট একশান সার্কেল ও শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যার মূল লক্ষ্য তারা তাদের শিশুদের শিক্ষা, অধিকার, ন্যায্য দাবী, সামাজিক মর্যাদা, আয়বর্ধক কর্মসূচি জাতীয় নানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। এছাড়াও নারী অধিকার, শিশু অধিকার, শিশু সুরক্ষা আইন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়। বুড়িহাটী শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে চাইল্ড ফোরাম নামে একটি দল গঠন করা হয়েছে। যার মুল লক্ষ্য ছিলো শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য চাইল্ড ফোরাম দলের কাজ সম্পর্কে আলোচনা। প্রতিমাসে চাইল্ড ফোরাম মিটিং এ উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় মন্দিরের রাস্তার পাশে একটি পুকুর আছে, এই পুকুর থাকার কারণে রাস্তার প্রায় অর্ধেকের বেশি ভেঙ্গে যায়। এই রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র সাইকেল ছাড়া অন্য কোন যানবাহন যেতে পারত না। তাই চাইল্ড ফোরামের শিশুরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তারা নিজেরাই রাস্তাটি মেরামত করবে। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের শিশুরা মিলে নিজেদের বাড়ি থেকে কোদাল- ঝুড়ি এনে রাস্তাটি মেরামত করে। এখন এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন সহ লোকজন সুন্দর ভাবে চলাচল করতে পারছে। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের শিশুরা যে কাজ করেছে তাতে এলাকার লোকজন অনেক খুশি। অত্র এলাকার লোকজন দলিত সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

একদিন কষ্টের দিনগুলি শেষ হবে

সন্ধ্যারানী হালদারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামীর নাম সাধন দাস, বয়স ৫০ বছর, পেশা কৃষিকাজ। সন্ধ্যারানী হালদার এর বয়স ৪৩ বছর। তিনি পেশায় গৃহিনী। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে রিপন হালদার, বয়স ২০ বছর। সে এইচ.এস.সি ২য় বর্ষের একজন ছাত্র। মেয়ে অর্পিতা হালদার, বয়স ১১ বছর। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। এছাড়াও তাদের সাথে থাকে তার শাশুড়ি গুরুদাসী হালদার। তার বয়স প্রায় ৭০ বছর। সন্ধ্যারানী দারিদ্র্যের কারণে বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেনি। সংসারে আসার পরও তাকে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনার সাথেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরিবারের ৫ সদস্যকে নিয়ে অনেক আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়। দিন যত যেতে থাকে তার দুঃখ, কষ্ট আর দুশ্চিন্তা ততই বাড়তে থাকে। তবে তিনি হতাশায় ভেঙ্গে পনেনি কখনো। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস আমি এই কষ্টের দিনগুলি একদিন কাটিয়ে উঠতে পারব"।

২০১২ সালে একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় দলিত অত্র কর্মএলাকায় একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র গঠন করে। সন্ধ্যারানী হালদারের মেয়ে অর্পিতা হালদার এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত সদস্য ছিল। সন্ধ্যারানী শিশু বিকাশ কেন্দ্রে তার মেয়েকে নিয়ে আসতো। এখানে এসেই তিনি প্রথমে একশন এইড বাংলাদেশ এর কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারনা পান। শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুরা যাতে নিশ্চিন্তে পড়ালেখা, ছবি আঁকা ও বিভিন্ন খেলাধূলা শেখার মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারে এবং কেন্দ্রটি যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এজন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট শিশু সুরক্ষা কমিটি বা অভিভাবক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সন্ধ্যারানী হালদারকে প্রথমে একজন সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনিই সবসময় প্রত্যেককে সামনের থেকে নেতৃত্ব দিতেন এবং সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করতেন। এজন্য পরে তাকে কমিটির সকলের সম্মতিতে সভানেত্রী নিযুক্ত করা হয়। আর এই কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া, শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত, বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য কাজ করা। এই কমিটি অভিভাবক কমিটি নামেও পরিচিত ছিল। তিনি তার সদস্যদের নিয়ে শিশুদের, নারীদের ও এলাকার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। তিনি নিয়মিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে মাসিক শিশু সুরক্ষা কমিটির মিটিং এ অংশগ্রহন করতেন। এছাড়াও তিনি একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় আয়বৃদ্ধিমূলক যেমনঃ মাছ চাষ পদ্ধতি, গবাদিপশু পালন ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। তিনি যেহেতু শিশু ও নারী উন্নয়নের জন্য তার সদস্যদের নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশু শ্রম বন্ধ এবং শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন সেজন্য প্রথম অবস্থায় তার পরিবার ও এলাকা থেকে তাকে অনেক নেতিবাচক কথা শুনতে হত। তিনি বলেন,"আমাদের কমিউনিটিতে যেন কেনো শিশু বা নারী নির্যাতনের শিকার না হয় এজন্য আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে"।

যেহেতু দলিত সমাজ ব্যবস্থা অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল এবং এই সম্প্রদায়ের মানুষ নানা কারনে অসচেতন ছিলো। তাই তিনি ভাবতে শুরু করেন কিভাবে তিনি নিজেকে একজন নারী হিসেবে আরো দশ জনের কাছে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবারে আয় উপার্জনে ভুমিকা রাখতে পারেন। সে সবসময় ভাবতো একজন পুরুষ যে কাজটি করতে পারবে অবশ্যই একজন মহিলা সেই কাজটি করতে পারবে। এক সময় তিনি একশনএইড এর সহযোগীতায় ও দলিত'র মাধ্যমে গবাদি পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। তার মতো আরও ৭ জন নারী তার কমিউনিটি থেকে গবাদি পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথমে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নেন। তারপর তিনি ঐ টাকা দিয়ে ১ টি ছাগল কিনে ও ছাগলের জন্য ছোট একটি ঘর বানিয়ে প্রতিপালন শুরু করেন। এখন তা ছোটখাটো একটি খামারে রূপান্তরিত হয়েছে। তার খামারে ৩টি গরু ও ৭টি ছাগল আছে। তিনি তার সংসারের আর্থিক প্রয়োজনের সময় ছাগল বা গরু বিক্রি করে সংসার চালান ও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ বহন করেন। এখন তিনি বেশ স্বাবলম্বী এবং অনেক খুশি, কারণ তিনি তার স্বাধীন মতো সংসারের খরচ মেটাতে পারেন ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি সামনে থেকে এলাকার উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহন করে চলেছেন। কিছুদিন আগে তিনি একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় ও দলিতের মাধ্যমে তার কমিউনিটিতে মেঘলা হালদার নামে একটি মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।

ঐ মেয়েটি এখন নিয়মিত পড়ালেখা করছে। তিনি বলেন, “আমি এখন অনেক খুশি কারণ এলাকার সবাই আমাকে অনেক সম্মান করে, আর আমি ভবিষ্যতে নিজেকে এবং আমার দলিত কমিউনিটিকে আরো প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন”।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে জয় দাস

দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে ঋষি সম্প্রদায়। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় দলিত মানুষগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসা -বাণিজ্য, গাড়ি চালিয়ে এবং হাতের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। এই পাড়ায় প্রায় ১০৭ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৬৩৫ জন। এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেকে চাকরি করেন। ২০০২ সাল থেকে দলিত সংস্থা এখানে একটি দলিত স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তারই ধারাবাহিকতায় এই গ্রামের এতটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ২০১৫ সালে দলিত জনগোষ্ঠির ভাগ্যের উন্নয়ন অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অত্র গ্রামে বুড়িহাটী রিফ্লেক্ট একশান সার্কেল ও শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যার মূল লক্ষ্য তারা তাদের শিশুদের শিক্ষা, অধিকার, ন্যায্য দাবী, সামাজিক মর্যাদা, আয়বর্ধক কর্মসূচি জাতীয় নানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে। এছাড়াও নারী অধিকার, শিশু অধিকার, শিশু সুরক্ষা আইন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সকলে উদ্যোগী হয়ে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। বুড়িহাটী শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে চাইল্ড ফোরাম দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিমাসে চাইল্ড ফোরাম মিটিং এ উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুরা বুড়িহাটী দাস পাড়ায় দলিত মানুষদের করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষায় সচেতন করছে। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু জয় দাস তার কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যহত রেখেছেন। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় ও করোনা ভাইরাস কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে সচেতন করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষায় তারা যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে এলাকার লোকজন অনেক খুশি। এলাকার লোকজন চাইল্ড ফোরাম সদস্য ও দলিত সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে প্রতিবন্ধী মিনারুল

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার পরচক্রা গ্রামের মিনারুল সরদার (৭) জন্ম থেকেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী । পিতা রেজাউল সরদার (৩৫) একজন দরিদ্র কৃষক, মাতা সোনাবান বেগম (৩০) গৃহিণী। প্রথম সন্তান ইব্রাহীম সরদার (১১) ও দ্বিতীয় সন্তান মিনারুলকে নিয়ে তাদের সংসার। প্রথম সন্তান জন্মের পর তারা মোটামুটি সুখী ছিল কিন্তু ৪ বছরের মাথায় দ্বিতীয় সন্তান জন্ম গ্রহন করায় সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তার মা বলে "জন্মের পর থেকে মিনারুল অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার চোখ দুটি ছিল বন্ধ, হাত-পা নাড়াচাড়া করত না, কান্নাকাটি করত না, এমন কি বুকের দুধ পর্যন্ত খেত না। এমতাবস্থায় কেশবপুর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় এবং ২১ দিন পর্যন্ত এরকম অবস্থা থাকে। কিছুটা সুস্থ হলে ছেলেকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসি"। ছেলেকে নিয়ে মা সবসময় দুঃশ্চিন্তা করতে থাকে কিভাবে সন্তানকে সুস্থ করা যায়। তার মুখ দিয়ে সবসময় লালা বের হতো এবং দুই হাত সবসময় মুখের মধ্যে থাকতো। সে যত বড় হতে থাকে এসব সমস্যা তত বেশি দেখা দিতে লাগলো এবং কোন রকম ভালো মন্দ সে বুঝতো না। অভাবের সংসারে ছেলেকে ভাল ডাক্তার দেখানো সম্ভব ছিল না। তাই গ্রামের হাতুরে ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করতো। তার মা মনে করতো তার ছেলেকে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারলে সে ভালো হয়ে উঠবে এবং সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে পারলে তার অবস্থার উন্নতি হবে। এমতাবস্থায় একশনএইড এর সহায়তায় এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ফলে তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মিনারুল এখন একশনএইড দ্বারা পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত ছাত্র। তার মা সোনাবান আনন্দের সাথে বলে, আমার মিনারুল এর এত পরিবর্তন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কারণ সে এখন তার খেলার সাথীদের সাথে খেলা-ধূলা করে, ছবি আঁকে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে থাকে। সে এখন পরচক্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এবং সময় মত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আসে, মিনারুলের এই অগ্রগতির জন্য একশনএইডের কাছে সোনাবান চির কৃতজ্ঞ।

রেখা রাণীর জীবন রেখা

ছোটবেলা থেকে কষ্টে দিন কেটেছে বাউশলা গ্রামের রেখা রাণী দাসের (৪০)। বাবা দিনমজুর রামমোহন দাস, মা খুকু দাস এবং সাত ছেলেমেয়ে নিয়ে ছিল তাদের সংসার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল তাদের বাবা। তার একার আয়ে কোনরকম খেয়ে-না খেয়ে জীবন-যাপন করতে হতো তাদের। লেখা-পড়া করার ইচ্ছা থাকলে ও তা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে হঠাৎ তার বাবা মারা গেল। মা খুকু দাস তখন ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলো। ভাই বোনের মধ্যে রেখা বড় হওয়ায় মা তাকে বিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করতে

লাগলো এবং বিয়ে দিল বাউশলা গ্রামের উকিন দাসের বড় ছেলে সুশিল দাসের সাথে। ৯ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেয়া হল। বছর যেতে না যেতেই সংসারে প্রথম সন্তান আসে। পরপর আরো ৩টি সন্তানের জন্ম দিল তারা। এর মধ্যে শ্বশুর তাদের আলাদা করে দেওয়ায় সংসারে অশান্তি দেখা দিল। দিন মজুর স্বামীর একার আয়ে সংসার চলে না সবসময়। সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকতো, ছেলে মেয়েদের ঠিকমত খেতে ও পরতে দিতে পারতো না। নুন আনতে পানতা ফুরায়। সংসারে এই টানাটানির মধ্যে ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখানোর চিন্তা এক ধরনের বিলাসিতা। সামাজিক কুসংস্কারের কারণে ঘরের বউ বাইরেও যেতে পারতো না। এমন একটা সময়ে রেখা রাণী বাউশলা গ্রামে রিফ্লেক্ট সার্কেলে ভর্তি হন এবং সেখানে এসে অনেক কিছু শিখেছেন। সে এখন আনন্দের সাথে বলে, "আমি এখন নিজের নাম লিখতে পারি, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন, অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে এবং নারী পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। আমি বুঝতে পারলাম যে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা যদি আয়মূলক কাজ করে তাহলে সংসারে উন্নতি হবে। এইজন্য আমি আমার স্বামীর পাশাপাশি এখন দিন মজুরের কাজ করে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখা ও ভরন-পোষন করতে পারছি।" শুধু তাই নয় রেখা এবং অন্যান্য নারী সদস্যরা মিলে গত ডিসেম্বর মাসে "দলিত সাংস্কৃতিক মেলায়" বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক নাটকে অভিনয় করেছিল যেটা ছিল তাদের জীবনের প্রথম অভিনয় অনেক লোকের সামনে এবং এটা করতে পেরে তারা খুব খুশি। রেখা বলে এখন আমার লোকের সামনে কথা বলতে ভয় লাগে না। আমি স্বামী সন্তান নিয়ে বেশ সুখে আছি।

বৈষম্যের প্রতিবাদে চায়ের দোকান স্থাপিত

যশোর জেলাধীন কেশবপুর উপজেলার ২ নং সাঁগরদাড়ী ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে দলিত জনগোষ্ঠির ৯০ টি পরিবার বসবাস করে। অন্যান্য দলিত গ্রামের তুলনায় এ গ্রামের বৈষম্যের চিত্র বেশি মাত্রায় দৃশ্যমান। যার মধ্যে সামাজিক বৈষম্য অন্যতম। যেমন- স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রতি বৈষম্য, বাজারে একই কাপে চা খেতে না দেওয়া, দোকানের যে পন্যে হাত দেওয়া হবে সেটাই দলিতদের কিনতে হবে, সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদেরকে না ডাকার মত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য। এসকল সমস্যা নিয়ে কথা বলা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলিত সংস্থার পরিচালনায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ২০১২ সালে ১ টি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করা হয়েছিল।সার্কেল সদস্য বাসন্তী দাস বলেন," অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার ছোবল এসে বার বার হানা দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত এসব অস্পৃশ্যতার ঘটনা আমাদের মানসিক ভাবে ভেঙ্গে দেয়। ২০১৪ সালে আমরা বাজার কমিটির সাথে বসেছিলাম বাজারে যাতে আমাদের বৈষম্য না করা হয়, কিন্তু কাজ হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে অনেকবার আমরা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এমনকি জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন মিটিং এ তুলে ধরেছি। প্রশাসন বাজারে এসে দোকানদারদের বৈষম্য না করতে

বললেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই আমরা উপজেলার একটি মিটিং এ আমাদের বাজারের এ বৈষম্য তুলে ধরলে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোঃ কবির হোসেন (সহকারী কমিশনার, ভূমি) ঘোষনা দিয়েছিলেন, আমরা যদি বাজারে দোকান করতে চাই তাহলে তিনি সহযোগিতা করবেন।" এর ফলশ্রুতিতে গত ২৮/০৭/১৮ তারিখে বাঁশবাড়িয়া বাজারে তিনি একটি চায়ের দোকান উদ্বোধন করেন। যার উদ্যোক্তা বাঁশবাড়িয়া গ্রামের এক দলিত যুবক। উদ্বোধনকালে সময়ে সহকারী কমিশনার মহোদয় বলেন, "আল্লাহ আমাদের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছে সবাইকে সমান মর্যাদা দেওয়ার জন্য। আমি আশা করি এরপর থেকে এ মানুষগুলোর প্রতি আর কেউ বৈষম্য করবে না। এখন এ চায়ের দোকানে সকল কমিউনিটির মানুষ চা খেতে আসছে। ধীরে ধীরে এভাবে বৈষম্য হ্রাস পাবে বলে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস।

শ্মশানের জন্য খাস জমি আদায়ে দলিত উন্নয়ন ফোরাম

"মৃতদেহ সৎকারের জন্য মৃতদেহ ৮ কিলোমিটার দুরে কেশবপুরের শ্মশানে নিতে হতো। বিরুপ আবহাওয়া দেখা দিলে শবদেহ সৎকার করা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠতো। তাই দাবী জানানো শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। আমাদের

চাওয়া পূরণ হল ২০১৮ সালে। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা কোথায় না গিয়েছি। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে আমরা জেলা প্রশাসকের কাছে পর্যন্ত ধর্ণা দিয়েছি শ্মশানের জন্য এক টুকরো খাস জমি পাওয়ার দাবীতে। এক পর্যায়ে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি আমাদের গ্রামের পাশেই একটি খাস জমি রয়েছে। যা আমরা শ্মশানের জন্য দাবী করতে পারি।" কথাগুলো বলেছেন কোমরপোল গ্রামের সার্কেল এর সভানেত্রী ও দলিত উন্নয়ন ফোরামের সদস্য লিপিকা দাস। কোমরপোল গ্রামটি যশোর জেলার কেশবপুরে একটি দলিত অধ্যুষিত একটি জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ১২০ টি পরিবার বসবাস করে। কোমরপোল গ্রামের সার্কেল সদস্য ভগবতী বলেন,"নিজেদের সমস্যা নিজেরাই যাতে আলোচনা করে সমাধান করতে পারি সে জন্য ২০১২ সালে গ্রামের ২৫ জন মিলে একটি দল গঠন করেছিলাম। দলিত ও একশনএইড বাংলাদেশ এ কাজে আমাদের সহযোগিতা করেছিল। স্থানীয় প্রশাসনসহ দলিত আয়োজিত সকল মিটিং এ আমরা শ্মশানের জায়গা দেওয়ার জন্য দাবী তুলে ধরতাম।" দলিত উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি সুজন দাস বলেন,"আজকের এই দাবী পূরণ একদিনে আসেনি। এর জন্য দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ের দাবীগুলো সম্মিলিতভাবে আমরা বিভিন্ন মিটিং এ তুলে ধরতে থাকি। তার ভিতরে শ্মশানের জায়গার দাবী ছিল অন্যতম। সে রকম একটি মিটিং এ মোঃ কবির হোসেন (সহকারী কমিশনার, ভুমি) ঘোষনা দিয়েছিলেন, আমাদের শ্মশানের জায়গার জন্য তিনি খাস জমি পেতে সহযোগীতা করবেন। এরপর আমরা খাস জমি সংক্রান্ত সকল কাগজ সংগ্রহ শুরু করি। খাস জমি সংক্রান্ত যে সকল কাগজ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম তা সহকারী কমিশনার মহোদয়ের নিকট জমা দেই। তিনি কাগজপত্র দেখে প্রথমে বলেছিলেন তিনি সমাধান করতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘ ২ বছরেও কোন কুল কিনারা না হওয়ায় আমরা ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা ২০১৬ সালে যশোর জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট এ সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন যে, উক্ত মৌজার জমি ম্যাপে হালট (মেঠো পথ) হিসেবে রয়েছে যা এ মুহুর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে আমরা বিষয়টি নিয়ে আমাদের অত্র যশোর-৬ আসনের এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জনাব ইসমাত আরা সাদেক মহোদয়ের নিকট দেখা করে শ্মশানের জন্য উক্ত খাস জমির দাবী উত্থাপন করি। তিনি তাৎক্ষণিক সমাধান না পারলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানান। পরবর্তীতে আবারও আমরা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে জানাই উক্ত খাস জমির বরাদ্দ চুড়ান্ত করতে। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন বিষয়টি দ্রুত

নিষ্পত্তি করার।মোঃ কবির হোসেন (সহকারী কমিশনার, ভুমি) আমাদেরকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেন উক্ত জায়গা থেকে ৫ শতক জমি শ্মশানের জন্য দখলে নিতে। পরবর্তী ভূমি জরিপের সময় তিনি জায়গাটি শ্মশান হিসেবে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। এরপর আমরা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে ৫ শতক জমি শ্মশান হিসেবে উদ্বোধন করাই। এ দীর্ঘ যাত্রায় আমরা কখনও গ্রামবাসীকে সাথে নিয়েছি, কখনও উপজেলা পর্যায়ের সদস্যদের সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ দাবী আদায় করেছি। আমরা সম্প্রতি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম শ্মশান প্রাঙ্গনে এবং সেখানে ইউএনও মহোদয় আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তিনি সেখানে ৫০ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদানের ঘোষনা দিয়েছেন।”

প্রশাসনের উদ্যোগে দলিত শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় দলিত জনগোষ্ঠির বসবাস তুলনামুলকভাবে অন্যান্য উপজেলার চেয়ে বেশি। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মান এখনও আশানুরূপ নয়। তারা এখনও বৈচিত্র্যময় পেশাগত জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারেনা। দলিত শিশুরা আশানুরূপভাবে স্কুলগামী নয়। কারণ এক দিকে যেমন পিতামাতার সচেতনতার অভাব। অন্যদিকে দারিদ্র্যতা। জীবনের নানাবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য দলিত গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ সদস্যদের গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাতে হয় কাজের সন্ধানে। কখনো কখনো ইটভাটার শ্রমিক হয়ে। ফলে তাদের সাথে তাদের ছেলে মেয়েরাও পাড়ি জমায় এবং তারা স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দলিত সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে দলিত শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পাশাপাশি দলিত জনগোষ্ঠির সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টিতে নিজেরা যেমন চেষ্টা করছে একই সাথে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এ্যাডভোকেসি সভা পরিচালনা করছে। ২০১১ সাল থেকে দলিত সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় কেশবপুরে একটি অধিকার ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে দলিতদের প্রকৃত অবস্থা বিভিন্ন মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রশাসন ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরা হয়েছে। ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা কিছুটা হলেও দলিতদের প্রতি সংবেদনশীল হয়েছে এবং তাদের সমস্যা বুঝতে পেরেছে।

উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের নিয়মিত যোগাযোগ এর ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে দলিতদের অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম একটি সভায় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সামনে দলিত শিশুদের পড়ালেখা থেকে ঝরে পড়ার সমস্যাটি তুলে ধরা হয়। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দলিত শিশুরা যাতে ঝরে না পড়ে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়। এর অংশ হিসেবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৫০ জন দলিত শিশুকে উৎসাহিত করতে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে থাকে।

শতভাগ দলিত শিশুরই জন্মনিবন্ধন কার্ড নিশ্চিত

যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ান পরিষদের একটি গ্রাম ধর্মপুর। এই গ্রামের আধিকাংশ মানুষ আশিক্ষিত এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। এই গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই দিন মজুর। আবার অনেকে হাতের কাজ যেমন বাঁশ দিয়ে ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। ঝুড়ি, কুলা, ডালা ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় না। তাদের ধারনা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে কি হবে? আর স্কুলে

পাঠাতে গেলে অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হয়। জন্মনিবন্ধন কার্ড না হলে স্কুলে ভর্তি করা যায় না। ধর্মপুরের অধিবাসীরা জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই গ্রামের নিকটস্থ কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে নিয়মিত স্কুলে যায়। গ্রামের অধিকাংশ লোকজন কুসংস্কারে বিশ্বাসী। ১২/১৩ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। তারা মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় কম খাবার খেতে দেয়। এই গ্রামে দলিত এর বাস্তবায়নে একশন এইড এর অর্থায়নে ২০১১ সাল থেকে এলাকার উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে জানানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় রিফ্লেক্ট সার্কেল। এই সার্কেলের মাধ্যমে নারীদেরকে তাদের ছেলেমেয়ের জন্ম নিবন্ধন, স্কুলে ভর্তি করানো এবং বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। যেমন শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, ভোট দেওয়ার অধিকার ইত্যাদি। ধর্মপুর রিফ্লেক্ট সার্কেল থেকে একদিন উঠে আসে শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের কার্ড প্রাপ্তির বহুবিধ সমস্যার কথা। যেমন ইউপি থেকে কার্ড প্রতি প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক এর নিকট থেকে ১০০/৫০ টাকা গ্রহণ করার কথা শোনা যায়। তাদের এই সমস্যার কথা দলিত এর সিডিও তিথি দাস জানার পর তিনি তাদের গ্রামের সকল লোকজন, এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার সহ অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে একটি অলোচনা সভার পরামর্শ দেন যেখানে তার তাদের দাবীগুলো তুলে ধরতে পারে।

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলাকার মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক, দলিত এর কর্মকর্তাগণ ও রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যদের উপস্থিতিতে মিটিং করা হয়। যেখানে রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য সন্ধ্যা দাস, শান্তনা দাস, অভিভাবক অসীম দাস, জন্ম নিবন্ধন কার্ডের অভাবে বিদ্যমান সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। অলোচনা শেষে অত্র ইউনিয়নের মেম্বার তাদের দাবীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে এবং তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে মাত্র ২০/= (বিশ) টাকার বিনিমিয়ে প্রতিটি শিশুকে জন্ম নিবন্ধন কার্ড প্রদানে ব্যবস্থা করার আশ্বাস প্রদান করেন এবং মেম্বার এর পরামর্শ অনুযায়ী ০৫/১২/২০১৩ তারিখে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেন। চেয়ারম্যান ও মেম্বার তাদেরকে শিশুর টিকা কার্ড জমাদান সাাপেক্ষে জন্ম নিবন্ধন কার্ড ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংগ্রহ করার পরামর্শ প্রদান করেন। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ধর্মপুর রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যগণ অত্র ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জন্ম নিবন্ধন কার্ড সংগ্রহ করে।

জন্ম নিবন্ধন কার্ড সংগ্রহের পর রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য ও অভিভাবকগণ জানায় যে তারা কল্পনা করতে পারেনি যে, এ কাজটি এত তাড়াতাড়ি ও এত সহজে হবে। তারা মনে করত যে, ঋষি বা দলিত সম্প্রদায় বলে তাদের কোন গুরুত্ব দেবে না কিন্তু একশনএইড এর কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এখন তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে। এজন্য রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যগণ একশনএইডসহ দলিতকে ধন্যবাদ জানায়, রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাধ্যমে নারীদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় করার পাশাপাশি এমন ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা প্রত্যাশা করেন।

কিশোরী সুমিত্রা বধু হওয়া থেকে রক্ষা পেল

কেশবপুর উপজেলায় ৩৭ টি দলিত পাড়া আছে। তার মধ্যে কালিয়ারই গ্রাম সব দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। এই গ্রামের বৈষম্যের চিত্র বেশী মাত্রায় দৃশ্যমান ছিল। এই গ্রামে মোট ৬৯ টি পরিবারে নারী ১৫৩ জন , পুরুষ ১৬৯ জন এবং শিশু ১২০ জন (তথ্য সূত্রঃ কেন্দ্রের রাইট রেজিষ্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। এর মধ্যে ৩৯ জন শিশু চাইল্ড স্পেস এ লেখাপড়া করে। এ গ্রামটিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো সহ সকল দিক থেকে ছিল পিছিয়ে। দলিত ২০১২ সালে কালিয়ারই গ্রামে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে এবং উর্মিলা রানী সহ আরো ৪ জন এই স্পেস কমিটির সক্রিয় সদস্য। উর্মিলা'র ভাষায়, "আমরা এখন গ্রামের উন্নয়নসহ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও স্কুলে ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোনো রকম বৈষম্য হলে তার প্রতিবাদ করতে পারি। প্রতি মাসে অভিভাবক মিটিং এ বিভিন্ন বিষয়ে আমরা জানতে থাকি এবং একত্রিত হয়ে এলাকার সকল কাজে অংশগ্রহন করি। আমরা ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট পরিকল্পনার মিটিং এ আমাদের এলাকার সমস্যা তুলে ধরি। আমাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ২০১৭ সালে ২৫ জন সদস্য নিয়ে রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করা হয়। সার্কেলে এসে আমরা দলগত হয়ে কাজ করতে শিখেছি, সঞ্চয় করতে শিখেছি এবং পাড়ার যে কোনো সমস্যা আমরা নিজেরা বসে আলোচনা করে সমাধান করতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের গ্রামে ১৪ বছর বয়সী সুমিত্রা নামের মেয়েটির গোপনে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, যেটা আমরা হতে দেইনি। আগে অনেক শিশুর বিবাহ হতো কিন্তু আমরা কাউকে কিছু বলতে পারতাম না এখন আমরা আর চুপ করে বসে থাকি না। বাল্য বিবাহ ও পারিবারিক নির্যাতন হলে কোথায় যেতে হবে সে বিষয়ে আমরা সার্কেল থেকে জানতে পেরেছি।"

সুমিত্রার বাবা অরেশ দাস (৩৮) বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন, মাতা প্রেমবালা রাণী (৩৪) একজন গৃহিণী। পাঁচ জন ছেলে-মেয়ের মধ্যে একজন মেয়ে মানসিক প্রতিবন্ধী। পরিবারে একজনের আয়ে তাদের সংসার কোন রকম চলে যায়। তার বাবা মা'রও অল্প বয়সে বিয়ে করার ফলে প্রেমবালার শরীরে ও বিভিন্ন রোগে জর্জরিত। সুমিত্রা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। তার বড় বোনেরও গত বছর বাল্য বিবাহের শিকার হতে হয়েছিল। তাদের পরিবারে অভাব অনাটন লেগেই ছিল। এই জন্য তারও পড়ালেখার খরচ চালাতে না পেরে বাবা-মা গোপনে সুমিত্রা'র বিয়ে ঠিক করে সাবদিয়া মজিদপুর গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে। সার্কেলের সদস্যরা কয়েক দিন ধরে কিছু নতুন লোককে অরেশ দাস এর বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে। তারা বিষয়টির সত্যতা যাচাই করে এবং প্রথম পর্যায়ে তাদের সহায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ চেয়ারম্যান ও মেম্বরকে বিষয়টি অবগত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ঠিক বিয়ের দিন ওয়ার্ড মেম্বার ও গ্রাম্য পুলিশ মেয়ের বাবা অরেশ এর বাড়িতে এসে মেয়ে ও বাবাকে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যায়। চেয়ারম্যান মেয়ের বাবার নিকট থেকে লিখিত নেয় যে মেয়ের বিয়ের বয়স পূর্ণ না হলে বিয়ে দেবে না এবং যদি দেয় তাহলে আইননুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এভাবে সার্কেল সদস্যদের মাধ্যমে রক্ষা পায় সুমিত্রা। এ ঘটনা থেকে গ্রামের লোকেরা সচেতনতা লাভ করেছে। সার্কেল সদস্যরাও অনেক খুশি। সার্কেল এর মাধ্যমে তারা একত্রিত হতে পারছে এবং তারা এখন নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারছে।

দলিত নারীরা এখন সংসারের জন্য বোঝা নয়

শেখপুরা ঋষি পাড়ার গৃহিণী শিখা রাণী (৩১)। স্বামী দিলীপ দাস (৩৬) হস্ত শিল্পের কাজ (বাঁশ ও বেতের কাজ) করে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করে। তিন ছেলে-মেয়ে ও স্বামী স্ত্রীসহ মোট ৫ জনের সংসার তাদের। তিন ছেলে মেয়ে স্কুলে লেখা-পড়া করে। বড় মেয়ে অঞ্জলী (১০) পড়ে চতুর্থ শ্রেণীতে, মেঝো মেয়ে শিউলি (৯) দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ছেলে দেবকুমার

(৭) পড়ে শিশু শ্রেণীতে। পরিবারে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার আয়ে সংসার চালিয়ে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়তো প্রায়ই নুন আনতে পানতা ফুরাতো ও সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। মেয়ে অঞ্জলী শেখপুরা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত ছাত্রী। শিখা রাণী দাস ২০১২ সালে দলিত এর "প্রোমোটিং রাইটস্ এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি অব দ্য সোশ্যালি এক্সক্লুডেড কমিউনিটিস" প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁশ ও বেতের কাজের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঁশের তৈরি পণ্য গুলো দলিত কমিউনিটির লোকেরা বাইরে বাজারজাত করতে পারে না বলে তারা সেই জিনিস গুলোর উপযুক্ত দাম পায় না। তাই এ কাজ শিখে শিখা রাণীর উপার্জন আশানুরুপ বাড়েনি। শিখা রাণী বলেন যে, "অল্প বয়সে বাবা-মা আমার বিয়ে দেয় এবং পর পর তিন সন্তান হওয়ায় আমি শারীরিক ভাবে তেমন ভাল থাকতে পারিনি। আবার সংসারে তেমন ভাল খাবার খেতে পারিনা, ছেলে-মেয়েরাও অপুষ্টিতে ভোগে এবং প্রায় সব সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই

আমার কোনো কিছু ভালো লাগতো না ও বাড়ির বাইরে বেশি যেতাম না। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা আপা আমাদের পাড়ায় প্রতিটি পরিবারের খোঁজ খবর নিত এবং মাসিক অভিভাবক মিটিং এ যাওয়ার কথা বলত। আমি ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ নির্দিষ্ট দিনে মিটিং এ উপস্থিত হয়ে সরকারি বিভিন্ন সেবা, সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার ফলে আমরা জানতে পেরেছিলাম ইউনিয়ন পরিষদের সেবাসমূহ এবং তা কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে। আমার বিষয়টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের এস.এম.সি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করি এবং পরবর্তীতে যোগাযোগের ফলে আমি একটি সেলাই মেশিন পেয়েছিলাম। এখন আমি নিজের ছেলে মেয়েদের পোশাক তৈরি করতে পারি এবং পাড়ার অন্য লোকদের পোশাকের অর্ডার নিয়ে কাজ করি। ফলে মাসে প্রায় ৫০০-৮০০ টাকা আয় করতে পারি এবং সে টাকা ছেলে-মেয়ের পড়ালেখায় ব্যয় করে ও সংসারের জন্য কিছু করতে পারছি। এখন আমাদের সংসারে আর বড় কোনো সমস্যা নেই।"

সার্কেল সদস্য শৈব্যা রাণী এখন সাবলম্বী

যশোর জেলাধীন কেশবপুর উপজেলার নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষাহীনতা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা প্রচলিত নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। দলিত কমিউনিটির নারীরা এক্ষেত্রে আরও বেশি অবহেলিত এবং শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক থেকে পিছিয়ে। বাল্য বিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন, স্বাস্থ্য বিষয়ে অসচেতনতা, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, নিজেদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারায় এই দলিত কমিউনিটির মানুষেরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ধর্মপুর গ্রামের মোট ৭৫ টি পরিবার বসবাস করে। এর মধ্যে নারী ৩৫৭ জন এবং পুরুষ ৩৫১ জন। এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের বধূরা বাল্য বিবাহের শিকার হয়েছে। শৈব্যা রাণীর জীবনেও বাল্য বিবাহের অভিশাপ নেমে আসে। তার যখন ১৩ বছর বয়স তখন তার পিতা মাতা তাকে বিবাহ দেয়। ৫ম শ্রেণীতে পড়ালেখা করাকালীন তার বিয়ে হয়। বিয়ের পরে যৌথ সংসারে সকলের মন যুগিয়ে চলতে শৈব্যা রাণীর খুব সমস্যা হয়েছিল। ঠিকমত খেতেও পারতো না কারণ দলিত নারীরা পরিবারের সবার খাওয়া শেষ হলে হাড়ি-পাতিলের তলায় যা অবশিষ্ট থাকে চিরকাল সেটুকুই খেয়ে থাকে। অল্প বয়সে বিবাহের ফলে তার ৪টি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার শিকার হতে হয়েছিল।

একশনএইড বাংলাদেশ ২০১২ সাল থেকে রিফ্লেকশান সার্কেলের মাধ্যমে ২৫ জন নারী সদস্য নিয়ে এই গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, নিজের পরিবারে কিভাবে গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে, এলাকার সমস্যা, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সার্কেলের নারীরা জানতে পেরেছে। শৈব্যা রাণী সার্কেলে যোগদান করলে প্রথমে গ্রামের পুরুষরা বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা অনেক খারাপ কথা বলতো। ২০১২ সালে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ পেয়েছে এই গ্রামের ২জন, তার মধ্যে শৈব্যা রাণী একজন। পরে ২০১৩ সাল থেকে তারা নিজ উদ্যোগে সার্কেলে ২০ টাকা করে সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারের নিকট থেকে ১ টি ডিপটিউবয়েল, সেলাই মেশিন, সার্কেলে ব্যবহারের জন্য ল্যাট্রিন এবং গ্রামের ভিতর ইটের রাস্তা তৈরি করিয়ে নিয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে যুব উন্নয়ন থেকে যোগাযোগ করে ৪০ জন নারীকে বাঁশ-বেতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শৈব্যা নিজে কখনও বাঁশ দিয়ে কুলা, ছোট ঝুড়ি, ঢাকনা ইত্যাদি তৈরি করেনি, কিন্তু এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে এ জিনিস পত্র তৈরি করে নিজের সংসারের জন্য আয়মূলক কাজ করতে পারছে। এই প্রশিক্ষণের ফলে নারীরা এখন ঘরে বসে অর্থ উপার্জন করতে পারছে। শৈব্যার ইচ্ছা ছিল সে সংসারের জন্য কিছু করবে। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে একটি সার্টিফিকেট সহ ঋণ সুবিধা পাওয়া যায়, এই জন্য শৈব্যা যুব উন্নয়ন অফিসে যোগাযোগ করে সেখান থেকে ২০,০০০/= হাজার টাকার ঋণ নিয়ে একটা গরু কিনেছে। তার মত আরো ২ জন নারী এ ধরণের ঋণ পেয়েছে। এছাড়াও দলিত ২০১৬ সালে প্রতিটি সার্কেলে ২০,০০০/= টাকা করে মোট ৬ টি সার্কেলে ১,২০,০০০/= টাকার চেক প্রদান করে যেন নারীরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শৈব্যার সংসারের অভাব এখন কমে গেছে। সে হাঁস-মুরগী এবং ছাগল পালন করছে। সার্কেলে এসে সে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে এবং সংসারে তার মতামতের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে এখন সংসারের জন্য বোঝা নয় এবং তার ছেলে ও মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করতে চায়। তার নিজের জীবনের মত একই ভুল তার মেয়ের জীবনে করবে না বলে সার্কেলে নারীদের কাছে এই অঙ্গীকার করেছে।

এস এম সি কমিটির সদস্য ভজো রাণী দাস: সাফল্যের নতুন দিগন্ত

“গ্রামের জন্য ভাল কিছু করতে পারবো এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবেনি। আমাদের সমস্যা গুলো সমাধান করার জন্য আমরা সব সময় মেম্বারকে বললেও মেম্বার খুব বেশি সহযোগীতা করতে পারতো না। আমরা ঋষি হওয়াতে কেউ আমাদের সহায্য করত না। সবাই আমাদের অবহেলার চোখে দেখতো। আমি এই গ্রামের মেয়ে এবং বউ হয়ে ছোট বেলা থেকে দেখে আসতেছি যে দলিত ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে। ৫ম শ্রেণী পাশ করার পরে আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল” কথা গুলো বলছিলো ভজো রাণী দাস (৩০)। সে কেশবপুর উপজেলার ১নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত কোমরপোল দাস পাড়ার অধিবাসী। স্বামী স্বপন দাস (৩৮), ২ মেয়ে ও ১ ছেলেকে নিয়ে তাদের সংসার। এই গ্রামে বাস করে ১১০ টি পরিবার। ঋষি সম্প্রদায় বলে তারা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত ও সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারা সরকারী স্কুল ও ইউনিয়ন পরিষদের সেবা ও সুযোগ সুবিধা গুলো সঠিক ভাবে পেত না। এই গ্রামে কোন ডিপ টিউবওয়েল নাই, বিদ্যুৎ নাই, এমনকি রাস্তা -ঘাট সমূহ ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। দলিত কমিউনিটির শিশুরা প্রাইমারী স্কুলের উপবৃত্তি ঠিকমত পেত না, এমনকি তাদেরকে সামনের বেঞ্চে বসতেও দিন না। ২০১২ সালে এই গ্রামে দলিত ও একশন এইড কাজ করতে আসলে আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে ২৫ জন নারী সদস্যকে নিয়ে একটি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করা

হয়। উদ্দেশ্য, নারীদের প্রথমিকভাবে (বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি) সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে সংগঠিত করা। রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য ভজো রানী দাস দেখলো যে, সরকারি স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েরা অন্য কমিউনিটির তুলনায় উপবৃত্তি কম পায়। তিনি মনে করেন যে এসএমসি কমিটিতে আমাদের গ্রামের কেউ থাকলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা উপবৃত্তি পাবে এবং স্যারেরা শিশুদের পড়ালেখার প্রতি খেয়াল রাখবে। তাই তিনি এই বিষয়টি রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং সকলে মিলে ভজো রানী দাসকে তাদের গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে এস এম সি কমিটির নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এস এম সি কমিটি নির্বাচনে ভজো রানী সহ মোট ৮ জন অংশগ্রহন করেন, এর মধ্যে ৪ জন সদস্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। তার মধ্যে ভজো রানী দাস ১৯৯ টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর কেশবপুর উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ আমির হোসেন, কেশবপুর পৌরসভার মেয়র মোঃ সামাদ বিশ্বাস সহ ১ নং ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভজো রানীকে ফুলের মালা গলায় দিয়ে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান। ভজো রাণী বলেন, "আমি নিজে পড়ালেখা করতে পারিনি কারণ অনেক ছোট বেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল তাই শ্বশুর বাড়ি এসে ইচ্ছে থাকা সত্বেও সম্ভব হয়নি। আর কখনো ভাবিনি যে এই রকম বড় মাপের লোকেরা আমাকে সম্মানিত করবে। আমি এখন এই গ্রামের শিশুদের জন্য কাজ করতে পারবো, শিশুদের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নেবো এবং কোন শিশুকে বাল্য বিবাহ দিতে দেবো না।" বর্তমানে দলিত জনগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীকে আগের মত অবহেলা করা হয় না। বিদ্যালয়ে কোনো অনুদান আসলে আগে দলিত ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বন্টন করে তারপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট দেওয়া হয়। এস এম সি কমিটিতে দলিত নারী নির্বাচিত হওয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাহসী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সাথে দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এখন এই পাড়ায় ২৫ জন শিশু উপবৃত্তি পেয়ে সুন্দর ভাবে লেখা পড়া করছে। তাদের অভিভাবকরাও খুব খুশি কারণ তার শিশুর জন্য বাড়তি কোনো খরচ করা লাগে না। এই জন্য সকল অভিভাবক একশন এইডকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের দুর্নীতি প্রতিরোধে এলাকার জনগণ

মেহেরপুর গ্রামটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ী ইউনিয়নের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। এ গ্রামে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ টি পরিবার বসবাস করে। এ গ্রামটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়া। এমতাবস্থায় দলিত সংস্থা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা একশন এইডের সহযোগীতায় দরিদ্র দলিত শিশুদের শিক্ষা জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মেহেরপুর গ্রামে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে। ধীরে ধীরে এ গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার একটি সুযোগ তৈরি হয়। গ্রামের শিশুদের পিতামাতারা মাসিক অভিভাবক সভায় উপস্থিত হয়ে ছেলেমেয়েদের

বদলী হয়ে আসা ডাক্তারের নিকট থেকে রোগীরা বিনামূল্যে সেবা গ্রহন করছেন

লেখাপড়ার খোঁজ খবরের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক বিষয় যেমন- শিশু অধিকার, মানবাধিকার সহ সামাজিক সমস্যার বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহন করে। এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পার্শ্ববর্তী কমিউনিটি ক্লিনিকে যায়। তাদের কাছ থেকে ক্লিনিকের কর্তব্যরত চিকিৎসক ২ থেকে ৫ টাকা হারে প্রত্যেকের কাছ থেকে নেয়। যখন মাসিক অভিভাবক সভার মিটিং এ তারা জানতে পারে যে এ ধরনের টাকা নেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ, এরপর আর তারা মুখ বুজে বসে থাকেনি। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে প্রথমে নিজেরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে অভিযোগ জানাবে। সে মোতাবেক তারা কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে উক্ত চিকিৎসা কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করলে কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করে। সেই অসাধু চিকিৎসা কর্মীকে অন্যত্র বদলী করা হয়।

বর্তমানে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেবা গ্রহনকারীর নিকট থেকে কোনো প্রকার টাকা নেন না। তিনি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করেন। ফলে গ্রামবাসী বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করছে।

ইটের সোলিং রাস্তায় উপকৃত কোমরপুর গ্রামবাসী

কোমরপুর, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিত'র পরিচালনায় ২০১৭ সাল থেকে সেখানে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। অত্র অঞ্চলে দাস সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারণে এখানে দলিত এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে মোট শিশুর সংখ্যা হলো ১৫৬ জন। শিশুরা নিয়মিত স্কুলে আসে এবং লেখাপড়া ও খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের মনের বিকাশ ঘটায়। শিশুদের পরিচর্যা এবং তাদের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রতি মাসে অভিভাবক মিটিং করা হয়। মাসিক অভিভাবক ও এস এম সি মিটিং এ অভিভাবকরা নিয়মিত হাজির হয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। মিটিং এ কোথায় কোন সেবা পাওয়া যায় সে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এরকম একটি সভায় তাদের গ্রাম্য রাস্তা উন্নয়নের জন্য আলোচনা হয়। দীর্ঘ দিন যাবত কাঁচা থাকায় এলাকার লোকজন এবং শিশুরা এ রাস্তা দিয়ে ঠিকমত চলাফেরা করতে পারে না। বর্ষা মৌসুমে শিশুরা সময়মত স্কুলে যেতে পারতো না, এলাকার লোকজন সময়মত তাদের কাজে যেতে পারতো না। অনেকে বর্ষাকালে যাতায়াতের সমস্যার কারণে কর্মহীনতার জন্য বেকার হয়ে বাড়িতে বসে থাকতো। ইতোপূর্বে এই অবস্থাতেই চলেছে এই গ্রামের মানুষের জীবন, তারা কোনদিন জানতো না যে, একটি সুন্দর ও নিরাপদ রাস্তায় চলার অধিকার তাদের আছে। আছে আরও এমন অনেক কিছু পাওয়ার অধিকার যা সমাজের আর দশ জন পাচ্ছে। শুধুমাত্র তাদের দাবীর কথা তারা বলতে পারেনা বলে আজ তারা সব রকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এ কথা তারা নিজেরাই জানতো না। তারা ভাবতো যে দলিত মানুষের জীবন সৃষ্টিকর্তা এভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তাই এভাবেই তাদের বেঁচে থাকা উচিৎ। কিন্তু তারা দলিত ও একশনএইড এর মাধ্যমে জানতে পারে যে, তাদের আর দশ জন মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাই কোমরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র মাসিক অভিভাবক মিটিং এ তাদের গ্রাম্য রাস্তাটি ইটের সোলিং করানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। এ ব্যাপারে তারা স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত আবেদন করে। অভিভাবকরা বারবার মৌখিকভাবে চেয়ারম্যানকে বলার পর গত জুন মাসে বাজেটের মাধ্যমে তাদের গ্রাম্য রাস্তাটি ইটের সোলিং এর কাজ শুরু করে।

ইতোমধ্যে রাস্তার কাজটি শেষ হয়েছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ ফুট। স্থানীয় চেয়ারম্যান ইটের সোলিং করা রাস্তাটি শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের চলাচল নিশ্চিত করে। এ রাস্তাটি তৈরির পর এলাকার লোকজন ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারছে। ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হচ্ছে না। দলিত স্কুলের অভিভাবকদের লিখিত আবেদনের মাধ্যমে ইটের সোলিং রাস্তাটি পেয়ে এলাকার মানুষ অনেক খুশি। অভিভাবকরা আলোচনার মাধ্যমে এলাকার যে সকল সমস্যা আছে সে গুলো সমাধানের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করছে।

দলিত শিশু জীবন দাস শিশু একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল

দলিত শিশুরা সব দিক পিছিয়ে আছে, বিশেষ করে শিক্ষার দিক থেকে তারা বেশি পিছিয়ে আছে। শতকরা প্রায় ২০ জন দলিত শিশুর পিতা-মাতা দারিদ্রতার অজুহাতে ১০-১২ বছর বয়সী শিশুদের কাজে লাগিয়ে দেয়। ফলে তারা অল্প বয়সে অর্থ উপার্জনমুখী হয়ে পড়ে এবং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। আর বাকী যে শিশুরা পড়ালেখা করতে চায় তারা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার হয়। যেমন তারা দলিত শিশু হওয়ায় সহপাঠীরা ভিন্ন চোখে দেখে, কখনো কখনো তারা স্কুলে সামনের বেঞ্চে বসতে চাইলেও বসতে দেওয়া হয় না। স্কুলে অনেক শিশু অনিয়মিত এবং কোন প্রতিযোগীতায় তারা অংশগ্রহন করতে চায় না। কারণ তারা ভয় পায় এবং তাদের ভিতরে সাহসিকতার অভাব থাকে। ফলে অনেক শিশু ভাল হওয়া স্বত্বেও তারা মুখ বুজে অনেক কিছু সহ্য করে। মাঝে মাঝে তাদের দিয়ে ক্লাসরুম পরিষ্কার করানো হয় এমনকি বাথরুম পরিষ্কারসহ পানি আনার কাজও করানো হয় খুবই গোপনে। এগুলো কেউই স্বীকার করতে চায় না। এমনি আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা তাদের শিক্ষা জীবনকে বাঁধাগ্রস্ত করে প্রতিনিয়ত। এ সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জীবন দাস (১২) ষষ্ট শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। সে কেশবপুর উপজেলার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের জাহানপুর গ্রামে বাস করে। তার পরিবারে ৮ জন সদস্য এবং তার বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মা, বাবা, এক ভাই, ২ জন পিসি, ঠাকুরমা এবং পিসতুতো ভাই নিয়ে তাদের সংসার। এত জনের সংসার চালিয়ে ছেলেদের পড়া লেখা করানো এবং অন্যান্য খরচ চালানো তার বাবার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তার গান শেখার ইচ্ছা থাকলেও সে বলতে পারে না। গানের ভালো গলা রয়েছে কিন্তু স্কুলের কোনো প্রতিযোগীতায় কোনো দিন অংশ গ্রহন করেনি। কারণ তার অভিভাবকরাও সচেতন না। দলিত সংস্থার পরিচালনায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের জাহানপুর গ্রামে ২০১৫ সালে শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়। তারা কেন্দ্রে এসে পড়ালেখার পাশাপাশি ছড়া, নাচ, গান এবং ছবি অংকন করা শিখতে থাকে। কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে গান ও ছবি অংকন প্রতিযোগীতায় শিশুদের অংশগ্রহন করানো হয় এবং স্কুলের স্যারেরা তাদের উৎসাহিত করার জন্য সহায়িকাদের সাথে প্রায়ই যোগাযোগ করেন।

জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই গ্রামের ৪০-৫০ জন দলিত শিশু লেখাপড়া করে এবং এই শিশুরা লেখা পড়ায় মোটামুটি ভাল। তাদের স্কুলে একশনএইডের মাধ্যমে বেশ কয়েকবার দলিত শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকণ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে এবং উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফলে শিশুদের ভয় আস্তে আস্তে দূর হতে থাকে। শিশুদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের নিয়ে ২৫ জন করে ১ টি পুরুষ ও ১ টি নারীদের রিফ্লেক্ট সার্কেল এই গ্রামে পরিচালিত হয়। এখানে এসে তারা বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন হয়েছে এমনকি তাদের স্কুলের পিটিএ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তারা একশনএইডের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা

অনুষদের ছাত্রের দ্বারা ড্রয়িং এর প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ফলে অংকন সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা আছে। অনেক শিশুর গানের গলাও ভালো আছে। সহায়িকা আপা তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে চর্চা করান। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে একশনএইডের সহযোগীতায় উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শিশু সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তারা এবং ৫ টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২০০-২৫০ জন শিশু এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ২০১৮ সালে দলিত শিক্ষার্থী জীবন ও শঙ্খরাজ তারা আন্তর্জাতিক শিশু সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগীতায় প্রায় ২৫-৩০ জন বিভিন্ন বয়সী দলিত শিশুদের সাথে অংশগ্রহণ করে । জীবন সেখানে ১ম স্থান অধিকার করে। দলিত শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভা দেখে সরকারী কর্মকর্তারা খুবই খুশি এবং শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা সকলের সামনে ঘোষনা দেন যে দলিত কমিউনিটির শিশুদের তিনি বিনা বেতনে তার শিশু একাডেমিতে ভর্তি সুযোগ দিবেন যেন তারা আরও ভাল ভাবে শিখতে পারে। এমনিভাবে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলিত শিশুরা সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতা এবং শিশু একাডেমিতে নাচ,গান ও ছবি অংকণের সুযোগ পেল। এর ফলে দলিত শিশুদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

গভীর নলকুপ: দলিত জনগণের অধিকার আদায় ও স্বপ্নপূরণ

"আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটি ডিপ টিউবওয়েল পাওয়ার জন্য দাবী করে আসছি। অবশেষে ইউপি থেকে আমাদের দাবী গ্রহন করেছে। আমাদের দীর্ঘদিনের চাওয়া পূরন হচ্ছে।" কথাটি বলছিল সার্কেল সদস্য টুম্পা দাস।

কমিউনিটির নারীরাও পারে সামাজিক পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে। দলিত সংস্থার পরিচালনায় যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন বাউশলা গ্রামে একশনএইড এর অর্থায়নে ২০১২ সালে একটি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠিত হয়। সার্কেল গঠনের পর থেকে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথে তারা কখনো পরিবারের পুরুষ সদস্য, কখনো সমাজের সমলোচক, কখনো নিজেরাই নিজেদের বাঁধা তৈরি করেছে। এসকল বাঁধা থেকে এখনো তারা মুক্ত নয় কিন্তু তারা বুঝতে পারছে একত্রিত হয়ে পথচলার প্রয়োজনীয়তা। প্রত্যেক সার্কেল সেশন এ এসে তারা লিখতে ও পড়তে শিখেছে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের পাশাপাশি নিজেরাও সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে। তারা নিজেরা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

সংশ্লিষ্ট ইউপি থেকে গভীর নলকূপ দেওয়ার খবর জানতে পেরে টুম্পা দাস নিজ উদ্যোগে রিফ্লেক্ট সার্কেলে আলোচনা করে এবং সকলকে নিয়ে স্থানীয় মেম্বার এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি একটি আবেদনপত্র ইউপি চেয়ারম্যান এর কাছে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর রিফ্লেক্ট সার্কেলের ১০ জন সদস্য নিয়ে বিদ্যানন্দকাঠী ইউপিতে গিয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়। এরপর থেকে তারা ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। যার ফলে সম্প্রতি ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার ইউপির বরাদ্দ থেকে গভীর নলকূপ স্থাপন এর বিষয়টি জানিয়েছেন। সার্কেল সদস্য টুম্পা বলেন, "দলিত থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ট্রেনিং না পেলে আমাদের এমন সাহস হত না। এমনকি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও এলাকার লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করাও সম্ভব হত না। আমার পরিবারের সবাইকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি, আমার স্বামী আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে।"

তার আশা আগামীতে দলিত এর সাথে থেকে একশনএইড এর সহায়তায় রিফ্লেক্ট সার্কেল কে নেতৃত্ব দিয়ে নিজেদের তথা সমাজে পরিবর্তন করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সকলের সাথে বসবাস করবে এবং সমাজে কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে নিজেদের অধিকার।

কুচলী রানীর জীবন সংগ্রাম

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বিদ্যানন্দকাঠী ইউনিয়নের বাউশলা গ্রামের কুচলী রানী ভূমিহীন পারিবারের সদস্য হয়েও হাল ছাড়েনি। পরিবারে শ্বশুর ও শাশুড়ী সহ ২ ছেলে আছে। পরিবারে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্বামী। তার আয়ে সংসার চালিয়ে ছেলেদের পড়ালেখার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রায়ই অনটন লেগে থাকে। কুচলী দাস ২০১৪ সালে দলিত'র "প্রোমোটিং রাইটস্ এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি অব দ্য সোশ্যালি এক্সক্লুডেড কমিউনিটিস" প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত বাউশলা রিফ্লেক্টে সার্কেলের সদস্য হয়।

কুচলী রানী বলেন, "সার্কেলের বিভিন্ন আলোচনা আমাদেরকে সমস্যা বুঝতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। "স্বামীর স্বল্প আয়ের টাকা থেকেই সার্কেলে নিয়মিত সঞ্চয় শুরু করলাম। সার্কেলের মিটিং এ উপস্থিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার ফলে আমরা জানতে পারি ইউনিয়ন পরিষদের সেবা ও বিভিন্ন এনজিওর সেবা সম্পর্কে এবং এসব কিভাবে পাওয়া যায় সে সর্ম্পকেও। সার্কেল সহায়িকার নিকট থেকে জানতে পারি একটি এনজিও বস্তায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং বিনামূল্যে উপকরণ প্রদান করছে, এটা জানার পর উক্ত এনজিওর স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে বস্তা ও সবজির বীজ সংগ্রহ করি। বীজগুলো নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ করা শুরু করেছি। আশা করি এর মাধ্যমে আমি আমার পরিবারকে সহায়তা করতে পারব।"

সুচিত্রা দাস এখন স্বাবলম্বী

টিটা গ্রামের ঋষি পাড়ার গৃহিণী সুচিত্রা দাস, স্বামী শংকর দাস হস্ত শিল্পের কাজ (বাঁশ ও বেতের কাজ) করে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামটি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বিদ্যানন্দকাঠী ইউনিয়নে অবস্থিত। দুই ছেলে-মেয়ে ও স্বামী স্ত্রী মোট ৪ জনের সংসার তাদের। ছেলে জয় দাস (১০) চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে, মেয়ের বয়স ২ বছর। পরিবারে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্বামী। তার আয়ে সংসার চালিয়ে ছেলের পড়ালেখার খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। সংসারে প্রায়ই অভাব-অনটন ও অশান্তি লেগে থাকতো। সুচিত্রা দাস ২০১৫ সালে দলিত'র "প্রোমোটিং রাইটস্ এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি অব দ্য সোশ্যালি এক্সক্লুডেড কমিউনিটিস" প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত টিটা রিফ্লেক্টে সার্কেলের সদস্য হয়। তার ভাষায়, "স্বামীর স্বল্প আয়ের টাকা থেকে সার্কেলে নিয়মিত সঞ্চয় শুরু করলাম। সার্কেলের মিটিং এ উপস্থিত হয়ে সরকারি বিভিন্ন সেবা, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা শুনে পরিষদের সেবাসমূহ সম্পর্কে এবং এগুলো কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানতে পারি।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমি সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে অন্যের মেশিনে কাজ করতে যেতাম। কিভাবে একটি সেলাই মেশিন পাওয়া যায় সে বিষয়ে সার্কেলে বসে অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করি কিন্তু জানতে পারি সেলাই মেশিন এর আর কোন বরাদ্দ নেই। উপজেলা পরিষদে যোগাযোগ করেও লাভ হয়নি। এরপর নিজেই একটি মেশিন কিভাবে কিনতে পারি সে বিষয়ে ভাবতে থাকি। সার্কেলে আমার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি এবং সবার পরামর্শে সার্কেলের সঞ্চয় থেকে সহযোগিতা নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনি। এখন আমি নিজের ছেলে মেয়েদের পোশাক তৈরি করতে পারি এবং পাড়ার অন্য লোকদের পোশাকের অর্ডার নিয়েও কাজ করি। ফলে মাসে প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা আয় করতে পারি এবং সে টাকা দিয়ে ছেলে-মেয়ের পড়ালেখাসহ সংসারের কাজেও কিছু টাকা ব্যয় করতে পারছি। এখন আমাদের সংসারে অনেক সমস্যা কমে এসেছে। টিটা গ্রামে সার্কেল গঠনে সহযোগীতার জন্য তিনি দলিত ও একশনএইড কে ধন্যবাদ।

সার্কেল সদস্যদের ভূমিকায় কালভার্ট: উপকৃত হচ্ছে কৃষিজীবী দলিত জনগোষ্ঠি

জাহানপুর সার্কেল এর সদস্য জয়দেব দাস বলেন, "পানির সঠিক প্রবাহের পথ না থাকায় আমরা ইরি ধান চাষ করতে পারছিলাম না। কালভার্টটি হওয়াতে আমরা আমরা ইরি ধান সহজে চাষ করতে পারছি। আমরা দলিত সংস্থার পরিচালনায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের জাহানপুর গ্রামে ২০১৫ সালে ১ টি রিফ্লেক্ট সার্কেল গঠন করি। সার্কেল গঠন করার পর আমাদের গ্রামের বেশকিছু পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারছি। আমাদের গ্রামের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দলাদলি লেগেই থাকত। ৩ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ছিলাম। আমরা সার্কেলের সদস্যগণ উদ্যোগী হয়ে একটি ভিন্ন পরিকল্পনা করি। আমরা সার্কেল সদস্যরা গ্রামের মানুষের মধ্যে ও দলাদলি নিরসনে একটি সভার আয়োজন করি। গ্রামের সকলকে নিয়ে একটি ফলপ্রসু সভা হয়। এখন আমরা গ্রামের সকল সামাজিক অনুষ্ঠান একত্রে অংশগ্রহন করি। এর শুরুটা দলিত সংস্থাই আমাদের করে দিয়েছে। কিভাবে এবং কেন একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় সেটা বুঝতে সহায়তা করেছে।"

"আমাদের গ্রামের অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। সম্প্রতি আমাদের গ্রামের মাঝ দিয়ে একটি পিচের রাস্তা করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে। গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার নিচ দিয়ে একটি নালা ছিল পানি প্রবাহের জন্য। কিন্তু রাস্তা করার সময় এ নালাটি বন্ধ করে দেওয়ায় দলিত পাড়ার মানুষদের ইরি ধান চাষে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তার ঠিকাদার এর সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে না পেরে আমরা স্থানীয় মেম্বার এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ঠিকাদাররের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু এতেও কোনো সমাধান হয়নি। আমরা ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করি। কিন্তু ইউপি চেয়ারম্যান আমাদের কথায় কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় আমরা পুনরায় আলোচনায় বসি এবং সিদ্ধান্ত নেই উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অফিসে যোগাযোগ করব। সে মোতাবেক আমরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে দেখা করে এর গুরুত্ব তুলে ধরি ও তার বরাবর একটি লিখিত আবেদন দাখিল করি। পরবর্তীতে তিনি উপজেলা নির্বাহি অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করলে, নির্বাহি অফিসার মহোদয় সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন জাহানপুর গ্রামে কালভার্টটি তৈরীর বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান সাহেব কালভার্টটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। বর্তমানে কালভার্টটি এলাকার মানুষের কৃষিকাজে সহায়ক হয়েছে।"

উপজেলা প্রশাসন হতে ঘর ও ল্যাট্রিন পেয়ে খুশি হল স্বপন দাস

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ১০ নং সাতবাড়িয়া ইউনিয়নে জাহানপুর দাস পাড়া অবস্থিত। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিত'র আয়োজনে ২০১১ সাল থেকে শিশু ও নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্টি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে ঋষি একটি সম্প্রদায়। অত্র অঞ্চলে ঋষি সম্প্রদায় এর শিশু ও নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। জাহানপুর দাস পাড়া রাস্তার ধারে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা -বানিজ্য, ইঞ্জিন ভ্যান গাড়ি চালিয়ে এবং হস্তশিল্প কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই পাড়ায় প্রায় ১৫০ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৬৫০ জন। এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনেকে চাকরি করেন। সম্প্রতি ২০১৫ সালে দলিত জনগোষ্ঠির শিশুদের ভাগ্যের উন্নয়ন করার জন্য একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেন। দলিত পিছিয়ে পড়া শিশুদের মানষিক বিকাশের জন্য দীর্ঘদিন পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের নিয়ে লেখাপড়া, গান, বাজনা, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন, রচনা ও খেলাধুলা করানো হয়। জাহানপুর শিশু বিকাশ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে অনেক দলিত ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। শিশুদের পাশাপাশি শিশুর অভিভাবকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রতি মাসে একটি অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্যেক অভিভাবক তাদের সমস্যা কথা তুলে ধরেন এবং কীভাবে উক্ত সমস্যা সমাধান করা যাবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যার মূল লক্ষ্য তারা দলিত মানুষের অধিকার , ন্যায্য দাবী , সামাজিক মর্যাদা , আয়বর্ধক কর্মসূচি , জাতীয় নানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের উন্নয়ন অব্যহত রাখবে। এছাড়াও নারী অধিকার , শিশু অধিকার , শিশু সুরক্ষা আইন ,বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন , স্বাস্থ্য সচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও সকলে উদ্যোগী হয়ে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে আসছে। ইতিপপূর্বে সার্কেল সদস্যরা তাদের গ্রামে গ্রাম্য রাস্তা, শ্বাশ্মান, স্ট্রীট লাইট, মন্দির সংস্কার , এসএমসি কমিটি, পিটিএ কমিটি ও বাজার কমিটিতে সদস্যপদ সহ অনেক কিছু অর্জন করেছে। অভিভাবক সভায় স্পন্সর শিশুর পিতা স্বপন দাস তার একটি ভাঙ্গা ঘর নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন আমার বসত ঘরটি ভেঙ্গে গেছে , যেটা যে কোন সময়ে সম্পুর্ন ভেঙ্গে যেতে পারে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা ও উপস্থিত অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন। উক্ত অভিভাবক সভায় সিদ্ধান্ত হয়

স্বপন দাসের ঘর পাওয়া জন্য উপজেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তার জন্য একটি উপজেলা প্রশাসন বরাবর একটি আবেদন পত্র লেখেন জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা। আবেদন পত্রটি নিয়ে সহায়িকা ও স্বপন দাস উপজেলা প্রশাসন বরাবর জমা দেন। উপজেলা প্রশাসন আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচায়-বাছাই সম্পুর্ন করেন এবং স্বপন দাসকে ঘরের জন্য মনোনীত করেন। স্বপন দাস উপজেলা প্রশাসন থেকে ঘরটি পেয়ে অনেক খুশি কারন তার একটি মাথা গোজার ঠাই হয়েছে। এখন সে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে এবং কেশবপুর উপজেলা প্রশাসনকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে সাথে দলিতের সহায়িকাসহ দলিত সংস্থাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ দলিত জনগোষ্ঠীর

সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার চতুর্থ শ্রেণির প্রশ্নপত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে আপত্তিকর ভাষা (মুচি) ব্যবহারকারী প্রশ্ন কর্তাদের অপসারণসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কেশবপুর দলিত উন্নয়ন কমিটি (কেডিডিসি) প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ কমিটি কেশবপুর থানায় অবস্থিত ৩৭ টি ঋষি পাড়ার পিছিয়ে পড়া দলিত জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করেন। যদি কোন দলিত জনগোষ্ঠীর উপর কোন ধরনের অত্যাচার বা নিপীড়ন হয় কেডিডিসি সদস্য সেখানে হাজির হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যোগাযোগ করে সেই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন।

উল্লেখিত বিষয়টি যখন কেডিডিসির সদস্য বিধান দাস জানতে পারে, এরপর সে কমিটির সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে। সদস্য অনন্ত দাস প্রশ্নটি সংগ্রহ করে কেশবপুরের ৩৭ টি ঋষি পাড়ায় জানিয়ে দেয়। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। কেডিডিসির কতিপয় সদস্য মিলে সিদ্ধান্ত নেয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করবে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩১/০৮/২০১৭ কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। উল্লেখ করা হয়– (১) অনতিবিলম্বে মহান সংবিধান লংঘনকারী, বর্ণবিদ্বেষমূলক পরিচয় তুলে দেয়া, শিক্ষাঙ্গণে বৈষম্যমূলক আচরণের চর্চা জিইয়ে রাখা প্রশ্নকর্তাদের অপসারণ ও চাকরীচ্যুত সহ দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। (২) দলিত পল্লীর শিক্ষার্থীরা যাতে মর্যাদাপূর্ণ ভাবে বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারে সে ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়াসহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। (৩) মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে মানবাধিকার লংঘন এবং বৈষম্যের শিকার এই দলিত জনগোষ্ঠীর কোমলমতি সৃজনশীল শিশুদের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বৈষম্য বিলোপ আইন-২০১৫ পাশ করতে হবে।

নারী ও শিশু
নির্যাতন
প্রতিরোধে ফোন
করুন
১০৯ এ

শিশুর জন্য
সহায়তার
প্রয়োজনে ফোন
করুন
১০৯৮ এ

করোনা ভাইরাস
সংক্রান্ত পরামর্শ
পেতে ৩৩৩
অথবা ১৬২৬৩

যে কোন ধরনের
জরুরী সেবা
পেতে ফোন
করুন
৯৯৯ এ

দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩
তার বার্তাঃ +৮৮০৪১-৭৭৫০১৮
ই-মেইলঃ dalitkhulna@gmail.com
ওয়েবঃ www.dalitbd.org